প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

চট্টগ্রাম।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের পরিচালক পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)পরিচালিত প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল)-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ,সম্মানিত শেয়ারহেল্ডারবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ-আস্‌সালামু আলাইকুমু ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।

প্রতিষ্ঠান ও আমার নিজের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসেবে চতুর্থ বারের মতো আপনাদের সাথে সাধারণ সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। আপনাদের উষ্ণ উপস্থিতি আমাদের সব সময়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আপনারা জানেন যে, প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল) সরকারের মালিকানাধীন দেশের গাড়ী সংযোজনকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের জেনারেল মোটরস্ ওভারসীজ ডিষ্ট্রিবিউটরস্ করপোরেশন-এর কারিগরী সহযোগিতায় চট্টগ্রামের অদুরে সীতাকুন্ড উপজেলাধীন বাড়বকুন্ডে ২৪.৭৫ একর জমিতে 'গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ' নামে স্থাপিত হয়েছিল। বেসরকারী উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানটি বাস, ট্রাক, কার, জীপ, ট্রাক্টর, প্রভৃতি সংযোজনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ হয়। পরবর্তীতে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন(বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করা হয়। উৎপাদন লাইন, সিকেডি, বডিসপ, পেইন্টসপ, ফেব্রিকেশন, মেশিনসপ, মাননিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি গাড়ী সংযোজনকারী কারখানা। স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন দেশের সড়ক অবকাঠামো বিপর্যস্ত ছিল, তখন প্রগতি পরিবহণ সেক্টরে পরিবহণ সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি জাপানের ইসুজু মোটরস্, মিৎসুবিসি মোটরস্ কর্পোরেশন, ভারতের হিন্দুস্থান মোটরস্, টাটা, অশোক লিল্যান্ড, মারুতী, মহেন্দ্র, চীনের আওলাস,কোরিয়ার কোরান্ডো, মালেশিয়ার এমটিবি, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের ম্যাসিফারগুসন, প্রভৃতি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গাড়ী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হতে গাড়ীর সিকেডি আমদানী করে সংযোজনপুর্বক বাজারজাত করছে। নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে পরিচালক পর্ষদের বাস্তবমূখী নির্দেশনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের অব্যাহত কর্মস্পৃহায় কোম্পানী বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

ভিশন ঃ

দেশের অটোমোবাইল সেক্টরে প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মাধ্যমে ক্রেতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করে যোগাযোগ ও পরিবহণ খাতে ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন।

মিশন ঃ

ক. বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিয়োজিত শ্রম শক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

খ. উৎপাদিত/সংযোজিত পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণ।

গ. দেশীয় চাহিদা পুরণের পাশাপাশি রপ্তানীর মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

ঘ. নিবিড় প্রশিক্ষণের দ্বারা মানব সম্পদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রণোদনা মূলক কর্ম পরিবেশের মাধ্যমে উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়ন।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আজকের বার্ষিক সাধারণ সভার এ পর্যায়ে আমি ৩০-০৬-২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসানের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ পরিচালকমন্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আশা করছি, কোম্পানীর কার্যাবলীর উপর আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।

শেয়ার মূলধন ঃ

কোম্পানীর বর্তমানে ইস্যুকৃত, গৃহীত ও পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২০,০০,০০,০০০/-(বিশ কোটি) টাকা, যা প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ২,০০,০০,০০০টি শেয়ারে বিভক্ত। তন্মধ্যে ২০০৯-২০১০ সালে ঘোষিত ৯,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা মূল্যের ১,৯৭,৫০,০০০টি বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উৎপাদন ঃ

প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-১৭ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ-

বিবরণ	২০১৬-২০১৭ (মূল্যঃ লক্ষ টাকায়)				২০১৫-২০১৬ (মূল্যঃ লক্ষ টাকায়)	
	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত		প্রকৃত	
	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য
উৎপাদন	৯০০	৩৩৬৭০.৬৬	৯৩০	৩৫৬৭১.৬৬	৮৯৪	৩০৫১০.৮৩

উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের গাড়ীর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ১০৩.৩৩%। অপরদিকে, বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ছিল ৯৯.৩৩%।

বিক্রয় ঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ-

বিবরণ	২০১৬-২০১৭ (মূল্যঃ লক্ষ টাকায়)				২০১৫-২০১৬ (মূল্যঃ লক্ষ টাকায়)	
	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত		প্রকৃত	
	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য	সংখ্যা (টি)	মূল্য
বিক্রয়	৯০০	৪২৩৪৩.৮২	৯৫৩	৪৬২৩৩.৩১	৯০৪	৪০৯৯৩.৩২

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের গাড়ীর বিক্রয় ল্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ১০৫.৮৮% ইউনিট। অপরদিকে, বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রকৃত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ছিল ১০০.৪৪%।

মুনাফা ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৮৫৯৯.৩৩ (পঁচাশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত মুনাফা হয়েছে ৮৬৮৮.১০ (ছিয়াশি কোটি আটাশি লক্ষ দশ হাজার) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০১.০৩%।

সরকারী কোষাগারে জমা ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পিআইএল সরকারি কোষাগারে ১৭০৩৬.০০ (একশত সত্তর কোটি ছত্রিশ লক্ষ) লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেছে। বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ছিল ১৭২৫৩.০০ (একশত বাহাত্তর কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ) লক্ষ টাকা।

কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কোম্পানীর লাভ/লোকসান হিসাব, স্থিতিপত্র নিরীক্ষার জন্য নাসির মোহাম্মদ এন্ড কোং, সনদী হিসাব নিরীক্ষক, সিডিএ বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা), চট্টগ্রাম-কে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। নিরীক্ষিত হিসাবের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ-

বিবরণ	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)
মোটআয়/ বিক্রয়	৫৩০,৪৫,০৬,৩২৫.০০	৪৬৮,২২,৭৬,০১৫.০০
বাদ - ভ্যাট	(-)৬৮,১১,৭৪,৮৪৩.০০	(-) ৫৮,২৯,৪৩,৯৩৯.০০
নীটআয়/বিক্রয়	৪৬২,৩৩,৩১,৪৮২.০০	৪০৯,৯৩,৩২,০৭৬.০০
বাদ - কষ্টঅব সেল্‌স	৩৬৫,৭১,৭১,৮২৫.০০	৩১৬,০৪,০৮,৮৮১.০০
মোট লাভ	৯৬,৬১,৫৯,৬৫৭.০০	৯৩,৮৯,২৩,১৯৫.০০
বাদ - অপারেটিং ব্যয়	১০,২০,৩১,১৮৪.০০	১৩,৫৫,৯৪,৯২৬.০০
অপারেটিং লাভ	৮৬,৪১,২৮,৪৭৩.০০	৮০,৩৩,২৮,২৬৯.০০
যোগ-অন্যান্য আয়	(+)৫,০৪,০৮,৮৭৩.০০	(+) ৭,৫৬,৬৮,০২০.০০
বাদ-অন্যান্য ব্যয়	(-)৪,৫৭,২৬,৮৬৭.০০	(-) ৪,৩৯,৪৯,৮১৪.০০
কর পূর্ব নীটলাভ	৮৬,৮৮,১০,৪৭৯.০০	৮৩,৫০,৪৬,৪৭৫.০০

কোম্পানীর ঋণের বিবরণ ঃ

ক. জনবল সুষমকরণ স্কীম (সুদমুক্ত ঋণ)

Government Man Pawer Rationalisation Scheme-এর আওতায় ১৯৯৩-৯৪ হতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মোট ৯৫ জন শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা চাকুরী হতে স্বেচ্ছায় অবসরজনিত কারণে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বাবদ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয়িত ২,৩৫,৩০,৮৮৮/-(দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত অষ্টাশি) টাকার বিপরীতে সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ২,৩৫,২৩,১৯৪/-(দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার একশত চুরানব্বই) টাকা গৃহীত হয়েছিল, যা বর্তমানে অপরিশোধিত রয়েছে।

খ. লীভ পে, গ্র্যাচুয়িটি এন্ড পেনশন ঃ

প্রতিবছর শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মূল বেতনের ২৫% হারে লীভ পে এন্ড গ্র্যাচুয়িটি এবং বিএসইসি'র সেন্ট্রাল ক্যাডার ও পেনশনভূক্ত কর্মকর্তাদের অবসর সুবিধা বাবদ ৩৫% প্রভিশন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ বাবদ সর্বমোট ৫,৬৭,৩৮,৫৫৭/-(পাঁচ কোটি সাতষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতান্ন) টাকা প্রভিশন করা হয়েছে। তার বিপরীতে একই বছরে অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এমপ্লয়ীজ গ্র্যাচুয়িটি ফান্ডে স্থনান্তর বাবদ ৬,০০,৫২,৮৫৩/-(ছয় কোটি বায়ান্ন হাজার আটশত তিপ্পান্ন) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য খাতে পূর্বের বকেয়া ৩,১৮,৬৯,৫৫২/-(তিন কোটি আঠার লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত বায়ান্ন)টাকার স্থলে ৩০-০৬-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২,৮৫,৫৫,২৫৬/-(দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন) টাকা প্রদেয় রয়েছে।

করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব ঃ

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ পরিবেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল অবদান রেখে চলেছে। তম্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে সহায়তাকরণ,শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বার্ষিক বনভোজন, জাতীয় দুর্যোগে সরকারী তহবিলে দান, কারখানা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ, জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন এবং জাতীয় দিবসসমূহে বিভিন্ন সড়কদ্বীপ ও গুরুত্বপূর্ণ চত্বরসমূহ সজ্জিতকরণে সরকারকে সহায়তা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরী প্রদান, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩৮ জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। কর্মক্ষেত্রকে পরিবেশ বান্ধব রাখা এবং কর্মরতদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অতীতের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

অনুমোদিত মানব সম্পদ কাঠামো অনুযায়ী কোম্পানীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ৪৯৫ জন। ৩০ জুন, ২০১৭তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৫৮জন (ক্যাজুয়েল ও আউটসোর্সিং এর ৫০জনসহ)। প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে মেকানিকদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিএসইসিতে ইনহাউস প্রশিক্ষণসহ দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও বৈদেশিক পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক পেশাগত কাজের উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানীর প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ছিল সৌহার্দপূর্ণ।

পরিচালক নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৫ ধারা মোতাবেক ৯(নয়)জন পরিচালক দ্বারা কোম্পানীর কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১১৭ নং ধারা এবং ২০-১২-২০১৭ তারিখের বিএসইসি'র পত্র সূত্র নং ৩৬.৯৩.০০০০. ০৮.৪১.০৯৩.১৫-৮৩২ মোতাবেক বিদ্যমান ৯ (নয়)জন পরিচালকের মধ্যে তিনজন পরিচালক যথাক্রমে জনাব মুন্শী সাহাবুদ্দিন আহমেদ, জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ও জনাব পি আর বড়ুয়া বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন। তবে অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দ পুনঃনির্বাচন/মনোনয়নের যোগ্যতা রাখেন।

নিরীক্ষক নিয়োগ ঃ

কোম্পানীর নিরীক্ষক চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস মেসার্স নাসির মোহাম্মদ এন্ড কোং, সিডিএ বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা), কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কোম্পানীর লাভ/লোকসান হিসাব, স্থিতিপত্র নিরীক্ষার জন্য ভ্যাট ব্যতিত ৫৬,০০০/-টাকা পারিশ্রমিকে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য একই প্রতিষ্ঠানকে পূর্বের শর্তে ও একই পরিমাণ 'ফি' তে বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের বিষয়টি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হল।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

যথোপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত পিআইএল-এর গাড়ী সংযোজন কারখানা আধুনিকীকরণ, উৎপাদন লাইন সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়নি। তবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল,যা এখনো চলমান আছে। এছাড়া, পিআইএল'র চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডস্থ কারখানায় ৯,১৪,৭৬০ বর্গফুট ও আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৪,৩২২ বর্গফুট এবং ঢাকাস্থ তেজগাঁও আঞ্চলিক অফিসে ৪৬,৪৬০ বর্গফুট অব্যবহৃত খালি জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহারকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা আধুনিকীকরণ, বিক্রয়োত্তর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো অধিক সফলভাবে পরিচালনার জন্য সম্প্রতি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ-

ক. নতুন ও সময়োপযোগী মডেলের গাড়ী সংযোজন ও বাজারজাতকরণ ঃ

জাপানের মিৎসুবিসি মোটরস কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য কোন গাড়ী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি না থাকায় প্রগতির নিজস্ব পণ্য হিসাবে পাজেরো স্পোর্ট সিআর-৪৫ জীপ ছাড়া অন্য কোন বাস, ট্রাক বা হালকা যানবাহন বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। এসব যানবাহন সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের কম্পোনেন্ট সাপ্লাই চুক্তির সাথে সাথে যৌথ উদ্যোগে অথবা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় সিকেডি অবস্থায় গাড়ী আমদানি করে প্রগতির নিজস্ব কারখানায় সংযোজন করার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল'২০১৭ সাল হতে পাজেরো স্পোর্ট সিআর-৪৫ জীপের সাকসেসর মডেল পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) সংযোজন ও বাজারজাতকরণ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশীয় বাজারে পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) সমমানের অন্যান্য ব্রান্ডের (যেমনঃ- প্রাডো,ল্যান্ডক্রুজার, ইত্যাদি) সিবিইউ গাড়ীর মূল্য ৩-৪ কোটি টাকা বা ততোধিক। কিন্তু পিআইএল সংযোজিত আকর্ষণীয় বডি ডিজাইন, অটোট্রান্সমিশন ও এলয়হুইল সম্বলিত পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপের মূল্য প্রায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র-যা সরকারি-বেসরকারি সকল ক্রেতার নিকট সমাদৃত হয়েছে। উক্ত মডেলের জীপটির মূল্য ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হলে আগামীতে কাঙ্খিত পরিমাণ জীপ বিক্রয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া,পিআইএল'র কারখানায় অটোমেশন পদ্ধতির নতুন সংযোজন কারখানা স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবহার উপযোগী জীপ, সিঙ্গেল বা ডাবল কেবিন পিক-আপ, ট্রাক, মিনি ট্রাক, প্রভৃতি পিআইএল'র কারখানায় সংযোজন এবং মোটর পার্টস্ ও ব্যাটারী প্রস্তুত কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাহিন্দ্র স্কর্পিও এস-১০ এসইউভি জীপ এবং মাহিন্দ্র স্কর্পিও ডাবল কেবিন পিক-আপ এবং চীনের ফোডে অটোমোবাইলস কোং লিঃ-এর ল্যান্ডফোর্ড (মিড লেভেল এসইউভি) এসইউভি জীপ ও লায়ন-২২ ডাবল কেবিন পিকআপ-এর সিকেডি কম্পোনেন্টস আমদানীপূর্বক পিআইএল-এর কারখানায় সংযোজন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে পিআইএলকে প্রগ্রেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা নিয়ে পিআইএল অগ্রসর হচ্ছে।

খ. ঢাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারসহ বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ

শুরু থেকে বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন প্রকারের গাড়ী সংযোজন ও বাজারজাত করলেও অদ্যাবধি প্রগতির গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নিজস্ব কোন ওয়ার্কসপ বা সার্ভিস সেন্টার নেই। ফলে পিআইএল থেকে গাড়ীর ক্রেতাগণকে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এ উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় ও অর্থায়নে গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারসহ ১৪ তলাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ঢাকায় সার্ভিস সেন্টার ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্ল্যান পাশের জন্য রাজউক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। রাজউক'র অনুমোদনের পর দ্রুত নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হবে।

গ. চট্টগ্রামে বন্ধ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানী লিঃ-এর ক্রয়কৃত জায়গায় সদর কার্যালয় ভবনসহ সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ

চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বিএসইসি'র বন্ধ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানী লিঃ-এর ৪.৩১ একর জমি সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে ১৯.৯৪ কোটি টাকায় সাফ কবলা দলিল মূলে হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত জমিতে প্রগতির সদর কার্যালয় এবং শো-রুম ও সার্ভিস সেন্টারসহ বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হচ্ছে।

ঘ. বগুড়ার ছয়পুকুরিয়াস্থ জমিতে নিজস্ব অফিসভবন,শোরুম ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন

বিএসইসি'র মালিকানাধীন বগুড়া শহরের ছয়পুকুরিয়াস্থ মৌজায় ২০শতাংশ জমি ৪০(চল্লিশ) বছর মেয়াদী লীজ গ্রহণপূর্বক দখল হস্তান্তরিত হয়েছে। শীঘ্র সেখানে উত্তরাঞ্চলীয় অফিসভবন,শোরুম ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হবে।

ঙ. অন্যান্য বিভাগীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরে সার্ভিস সেন্টার স্থাপন

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়া ছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় অথবা গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরে অফিস,শো-রুম ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিলেট শহরের আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল সংলগ্ন সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত প্রায় ৬৩.০০ শতাংশ জায়গা লীজ নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফরিদপুর,যশোর/খুলনা,বরিশাল, ময়মনসিংহ, প্রভৃতি জেলায় ও সরকারি খাস অথবা অধিগ্রহণকৃত জমি খোঁজা হচ্ছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,আপনারা জেনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে, পিআইএল'র পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং প্রগতি পরিবারের দক্ষতা ও আন্তরিকতার কারণে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম এ জাতীয় পুরুস্কার অর্জন করেছে। পিআইএলকে বর্তমান পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমি অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকলের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আজকের সভায় উপস্থিত থেকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ ও সর্বাঙ্গীন উন্নত জীবন কামনা করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,আমি এখন কোম্পানীর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালক পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ সোবহানাহুতায়ালা আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

তারিখ ঃ ২৮-১২-২০১৭

(মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
পিআইএল বোর্ড